আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের সাথে একই দিনে গ্রেফতার হন। সাতদিন পরে তিনি মুক্ত হন। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে গ্রেফতার হন আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসেননি। আওয়ামী জালিম সরকার অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যা করে দুনিয়া থেকেই বিদায় দেয়।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর নির্যাতনের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি সে সময় বলেন, কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে নানাভাবে নির্যাতন করছে। তিনি বলেন, গত দু'দিন যাবৎ আমি আমার অসুস্থতায় অতি জরুরী কোনো ওষুধই পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে ৬নং সেলের এমন একটি কক্ষে নিয়ে রাখে যেখানে আমি নামাজও পড়তে পারছি না। এত ছোট একটি কক্ষে আমাকে রাখা হয়েছে যে সেখানে আমি রুকু ও সিজদা ঠিকমতো আদায় করে নিয়মিত নামাজ পড়তে পারছি না। তাই বলছি, আমাকে যদি মেরে ফেলাই সরকারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে গুলী করে মেরে ফেলুক। এতো কষ্ট দেয়া হচ্ছে কেন? সরকারের আচরণ দেখে বুঝা যাচ্ছে এই সরকার আমাকে হয়তো মেরেই ফেলবে। তাই আমি আবারও বলবো আপনারা সবাই মিলে এতো কষ্ট না করে গুলীর অর্ডার দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুন।

এক নজরে মামলা

দুটি মামলায় আগাম জামিন প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় হাইকোর্ট থেকে ফিরে আসার সময় আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ট্রাইব্যুনালে তদন্তকারী সংস্থার এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২ আগস্ট কাদের মোল্লাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় আটক রাখার আদেশ দেয়া হয়।

২০১২ সালের ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি শুরু হয়। এরপর ২০১২ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এ মামলাটি সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

২০১২ সালের ২৮ মে জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগের ঘটনায় চার্জ গঠন করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। ৩ জুলাই আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ১২ জন এবং আসামী পক্ষে মাত্র ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে।

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ গঠন করা হয়। ১ এপ্রিল থেকে শুনানি শুরু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয় জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে। ৫ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। ৮ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। এরপরই শুরু হয়ে যায় ফাঁসি কার্যকরের তোড়জোড়।

শাহবাগী আন্দোলন ও আইনের পরিবর্তন

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে সাজানো অভিযোগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজার রায় দেয়া হয়। সরকারের নেপথ্য

পৃষ্ঠপোষকতায় এ রায়কে কেন্দ্র করে শাহবাগকেন্দ্রিক নাস্তিক ব্লগারদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের দাবি আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দিতে হবে। এজন্য সরকারের সহযোগিতায় দিনের পর দিন শাহবাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ চৌরাস্তা বন্ধ করে আন্দোলনের নামে চলে উন্মত্ততা। দেশের বিরোধীমত, প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে চলে বিষোধগার। যা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শাহবাগের সমাবেশের দাবি বিবেচনায় নিয়ে রায় দেয়ার জন্য বিচারপতিদের প্রতি আহবান জানান। যা বিচার বিভাগের প্রতি সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপের শামিল। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার পক্ষের জন্য আপিলের বিধান রেখে ১৮ ফেব্রুয়ারি নজীরবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন সংশোধন করা হয়। শুধুমাত্র আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার জন্যই এ আইন ভূতাপেক্ষ কার্যকর দেখানো হয়। আইন সংশোধনের পর সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করে আপিল আবেদন করে। আসলে আইন সংশোধনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করা যা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

লাঠি হাতে শাহবাগীদের উন্মত্ততা

ট্রাইব্যুনালে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাইব্যুনালে কথা বলতে চেয়েছিলেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি একটি বক্তব্যও লিখে এনেছিলেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তাঁকে সেই বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়নি। পরবর্তীতে পরিবারের মাধ্যমে তাঁর লিখিত বক্তব্যের কপি পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ এই আদালতে যেসব অসত্য ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করেছে- সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অনবহিত। কারণ ঐ সময়ে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হওয়ার পর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র। আমাদের গ্রুপে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছিল। কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইন্নাস আলীর পরামর্শে আমি আমার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাই।

২০১০ সালের ১৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট থেকে গ্রেফতার হন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

আমি যেখানে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সময় ঢাকায়ই ছিলাম না, ঐসব অভিযোগের সাথে আমার জড়িত থাকার প্রশ্নই উঠে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী